Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৪ এপ্রিল, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৩ এপ্রিল, ২০১৭, সোমবার, ২০ চৈত্র, ১৪২৩

লক্ষ মানুষ আসছে বর্ধমানে শিল্প-কৃষি ও দেশ বাঁচানোর আহ্বানে

৬ এপ্রিল বর্ধমানের সমাবেশের জন্য পার্টি কর্মীদের সঙ্গে অর্থ সংগ্রহ করছেন অঞ্জু কর। পাশের ছবিতে বক্তব্য রাখছেন উদয় সরকার।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ এপ্রিল : জোর কদমে প্রচার চলছে ৬ এপ্রিল 'বর্ধমান চলো'। সারদা-নারদ কেলেঙ্কারির নায়কদের শাস্তি চাই। কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম চাই। সবার জন্য কাজ চাই। শিশু পাচার, নারী নির্যাতন রোধ, বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, মিউটেশনের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও গণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য রক্ষার দাবিতে ৬ এপ্রিল বর্ধমানের সমাবেশ ও ডেপুটেশনের ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটি। এই সমাবেশকে সফল করতে জোর কদমে প্রচার চলছে গ্রাম থেকে শিল্পাঞ্চলে। শিল্পাঞ্চলের দাবির মধ্যে রয়েছে দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্প রক্ষার বিষয়। এনিয়ে পথসভা, গ্রুপ বৈঠক, মিছিল, স্কোয়াড, বক্স কালেকশন চলছে জেলার সর্বত্রই। বর্ধমান শহরের বাজারগুলিতে সকালে বক্স কালেকশন যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। বুদবুদ-গলসীতে মিছিল ও পথসভা হয়েছে। কালনার দফরপুরে সভা হয় ৩০ মার্চ। সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ শাহ।

—এরপর চারের পাতায়

তৃণমূলের দখলদারী রাজনীতির বলি

আহত ১৬ আদিবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মার্চ : তৃণমূলের দখলদারির রাজনীতি এখন আর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা পৌরসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেই দখলদারির রাজনীতি ক্লাবে প্রবেশ করে লুটেপুটে খাওয়ার সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ করতেই জবর দখলকারীদের সাথে সংঘর্ষ হয়ে ১৬ জন আদিবাসী আহত হল। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা থানার মেদগাছি গ্রামে। আহতরা কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

'মেদগাছি যাপিত এভেন সুসর গাঁওতা' ক্লাবটি অনেক দিনের পুরানো। বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম ছাড়াও আদিবাসী সমাজের মানুষকে স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে এসেছে। ফলে ক্লাবটির বেশ কিছু টাকা ও বিষয় সম্পত্তি তৈরি হয়। অভিযোগ এই বিষয় সম্পত্তি কুক্ষিগত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৫ সালের তৃণমূলীরা তা জবরদখল করে আশ্রিত লোকজনকে ক্লাবের বিভিন্ন পদে বসায়। দেবেন্দ্র টুডুকে সরিয়ে সম্পাদক হয় স্বপন মুর্মু। অভিযোগ তারপর থেকেই ক্লাবের অর্থ নয়ছয় হতে শুরু করে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে ক্লাবের গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। ক্লাবটি দীর্ঘদিন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকার পর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে গতকাল তালা খোলা হয়। সেখান থেকে রান্নার সরঞ্জাম বের করে শিবকান্ত হাঁসদার বাড়ির অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে পাঠানো হয়। বর্তমান সম্পাদক স্বপন মুর্মু

—এরপর চারের পাতায়

এ.এস.পি বিক্রির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে নাগরিক কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ : আজ সন্ধ্যায়, ইস্পাতনগরীর দেশবন্ধু ভবনে যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্চের আহ্বানে নাগরিক কনভেনশন থেকে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বিক্রির সিদ্ধঅন্ত বাতিল সহ ৪ দফা দাবিতে আন্দোলন আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করার ডাক দেওয়া হয়। সেইল-এর শ্রমিকদের যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্চ আগামী ১১ এপ্রিল অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টি, সালেম ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্টে সর্বাত্মক ধর্মঘটের এবং সেইলে-র অন্য স্টিল প্ল্যান্ট, খনি সহ সমস্ত ইউনিটে এই ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে ২ ঘন্টার কর্মবিরতি সহ বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ মঞ্চ থেকে আগামী ৩ এপ্রিল কলকাতার রানি রাসমণি রোডে গণ-জমায়েত ও

অবস্থান এবং রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন-এর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকের নাগরিক কনভেনশন থেকে ৩ এপ্রিল কলকাতা চলো কর্মসূচি ও ১১ এপ্রিল-এর ধর্মঘটকে সর্বাত্মক করে তোলার জন্য আবেদন জানানো হয়। বক্তব্য রেখেছেন রথীন রায়, সন্তোষ দেবরায়, বিকাশ ঘটক, পি কে দাস, অনীত মল্লিক, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী ও

—এরপর চারের পাতায়

প্রেসের স্টিকার লাগানো গাড়ি আটক ধৃত তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২৯ মার্চ : পালসিট টোল প্লাজায় আজ ভোরে চেকিং-এ একটি প্রেস স্টিকার লাগানো মারুতি সুজকি স্যুইফ্ট গাড়ি পুলিশ সন্দেহজনকভাবে ধরে। পুলিশসূত্রে জানা যায়, এই ধৃত ব্যক্তিদের বাড়ি কলকাতার বাঙ্গুর এলাকায়। চালক সহ তিনজন ধৃত ভোর রাতে পালসিট থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড গতিতে যাওয়ার কারনেই পুলিশ ধরে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে প্রেসের কোনো পরিচয়পত্র ও কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি আরোহীরা। জানা যায় এরা কোনো বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। এরা এইভাবে গাড়িতে প্রেসের স্টিকার লাগিয়ে বেআইনিভাবে যাতায়াত করে। এদিন মেমারি থানা থেকে ধৃত তিনজনকে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়, আদালত তিনজনকে জামিন মঞ্জুর করে, গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বেকারি বিরোধী দিবসে থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ মার্চ : বেকারি বিরোধী দিবসে টেট পরীক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপোষণ দুর্নীতির নায়কদের বিরুদ্ধে ডি.ওয়াই.এফ.আই ও এস.এফ.আই-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। কালনায় পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। তারা জানান, উপর থেকে অভিযোগ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। তার আগে যুবরা মধুবনে জমায়েত হয়। সেখান থেকে কালনা থানায় আসে। বর্ধমান শহরে পার্কস রোড মাড় থেকে এক বিশাল মিছিল শহরের বি.সি. রোডে থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন।

বিক্রি নেই পেঁয়াজের, দানা উৎপাদনেও মার, চরম বিপাকে কালনার কৃষক

আলেক সেখ, ১ এপ্রিল : আলু ধান, পাটের দাম কম হলেও বাজারে তার বিক্রি আছে। কিন্তু এবছর দাম তো নেই-ই এমনকি বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি পর্যন্ত হচ্ছে না। তাই চরম বিপাকে কালনার পেঁয়াজ চাষিরা। অন্যান্য ফসল ফলিয়ে সময় সময় লাভ না পেলেও পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের কোনোদিন লোকসান হয়নি। সব সময় ভালো লাভ করেই এসেছে। কিন্তু এবছরই সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ করে লাভ পেল না কৃষকরা। এই চাষে ক্ষতির পরিমাণ এতই বেশি যে কৃষকদের সহ্যে সীমা অতিক্রম করেছে।

কালনার পাঁচ ব্লকে প্রতি বছর প্রায় দু হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। গত বছর কৃষকরা এক মন পেঁয়াজের দাম পেয়েছিলেন সাড়ে তিনশো টাকা। বিঘা প্রতি তাদের লাভ হয়েছিল চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত। স্বাভাবিক কারনেই এবছর চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মরশুমে পেঁয়াজের দাম প্রথম থেকেই কম। প্রথম দিকে গত বছরে সাড়ে তিনশো টাকা কমে দুশো নব্বই টাকা মন পেঁয়াজ বিক্রি হতে শুরু করে। সেই দাম কমে এখন হয়েছে মাত্র একশো সত্তর টাকা মন (৪০ কেজি)। তাতেও খরিদ্দার মিলছে না। জমির পাকা পেঁয়াজ কৃষকরা ১০/১৫ দিন আগে তুলে রাস্তার ধারে ধারে রেখে অপেক্ষা করছেন খরিদ্দারের আশায়। যদি বিক্রি করা যায়। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না পড়েই আছে পেঁয়াজ। ইতিমধ্যেই দাবদাহ শুরু হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে পেঁয়াজ বিক্রি না হলে সব পচে যাবে। তাই চরম দুর্ভোগ ও বিপাকে কালনার কৃষকরা। ফলে সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ এবছর সুখের বদলে চোখে-জলে করে দিয়েছে চাষিদেরকে। এর সাথেই পেঁয়াজ দানা উৎপাদনেও মার খেতে হচ্ছে। অন্যান্য বছর অপেক্ষা এবারে ফলন কমেছে অর্ধেকেরও নীচে। নাগরগাছির চাষি সুবিমল মণ্ডল জানান, এখন সব ফসলের বীজ চলে গেছে বহুজাতিক সংস্থার হাতে তবে পেঁয়াজ বীজ এখনও চাষিদের হাতে রয়েছে। পেঁয়াজের পাকা ফুল সংগ্রহ করে, শুকিয়ে দানা বের করা হয়। এই দানা থেকে আগামী মরশুমে চাষ হয়। গত মরশুমে পেঁয়াজ দানার দাম ছিল কেজি প্রতি দেড় হাজার টাকা। আগামী মরশুমে পেঁয়াজ দানার দাম আকাশছোঁয়া হবে।

নতুন চিঠি

৩ এপ্রিল, ২০১৭

অপশক্তির লক্ষ্য এখন পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর সম্ভাবনার পথে এগোচ্ছে। তৃণমূল শাসন কার্যত তৃণমূলের মস্তানবাহিনী, দালাল ও লুঠেরাদের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন দলের সেবাদাস, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার দাপটে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত নেই। যে-কোনো প্রতিবাদ সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হচ্ছে। গোঘাটে বিশিষ্ট আইনজীবী ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের উপর পাশবিক আক্রমণ তারই অতি-সাম্প্রতিক উদাহরণ।

এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে আর এক ভয়ঙ্করতর সম্ভাবনা মাথা তুলছে। বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবঙ্গে তার আগ্রাসনের প্রক্রিয়াকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার প্রক্রিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যে প্রভাব-বৃদ্ধির ধারায় এবং অতি-সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে যোগী-রাজ কায়েম হবার পর এই শক্তির উৎসাহ ও সক্রিয়তা বিশেষভাবে বেড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে বড় মাপের কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে বিজেপি ও সংঘ-পরিবার। হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তির পুনরুত্থানের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাশাপাশি তথাকথিত এক অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে তারা। কেননা গো-বলয়ের ধাঁচে উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের চেয়ে এই সাংস্কৃতিক মঞ্চ গড়ে তোলাই পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে বলে তারা মনে করছে। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পরিচিত সদস্যদের পরিবর্তে এই মঞ্চে সমবেত করা হবে বাঙালি হিন্দু বিশিষ্টজনেদের। নানা আলোচনা ও বিতর্কসভার মোড়কে প্রথমে কোলকাতায় ও পরে জেলায় জেলায় 'মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সংখ্যালঘু তোষণ', 'হিন্দু শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ফারাক' ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সোস্যাল মিডিয়া ও অন্য ডিজিটাল মঞ্চকে ব্যবহার করে বিজেপি-র রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রচারকে আক্রমণাত্মক করে তোলা হবে। ফলে রাজনৈতিক মেরুকরণও সহজতর হবে। বিজেপি দলের শীর্ষ নেতারা তাই এখন এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সাংগঠনিক উদ্যোগে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

আপাত বিরোধ সত্ত্বেও তৃণমূল ও বিজেপির সম্ভাব্য গোপন সদ্ভাব পশ্চিমবঙ্গকে কোন বীভৎসার পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে, সে দুর্ভাবনারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমেই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐক্য গড়ে তুলে এই অপশক্তিকে পরাস্ত করাই এখন পশ্চিমবঙ্গের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ইস্পাতনগরীতে পালিত হল বিশ্ব নাট্য দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৭ মার্চ : ইস্পাতনগরীর দেশবন্ধু ভবনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইস্পাত শাখার (দুর্গাপুর) পক্ষ থেকে বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট গায়ক গৌতম গুপ্ত শোনান নাটকের গান। 'প্রগতি' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। নির্দেশক শ্যামল ব্যানার্জী। এ বছরের বিশ্ব নাট্য দিবসের বাণী পাঠ করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইস্পাত শাখার (দুর্গাপুর) সম্পাদক কবিরঞ্জন দাশগুপ্ত। বিশ্ব নাট্য দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলার সভাপতি অশোক দাস। অনুষ্ঠানের সূচনায় বক্তব্য রাখেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলার সহ-সভাপতি আশীষতরু চক্রবর্তী।

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্যারি কমিউন আনুষ্ঠানিকভাবে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
২. মঙ্গল পাণ্ডে কবে ব্যারাকপুর ব্যারাকে এক অফিসারকে হত্যা করে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করেন? কবে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়েছিল?
৩. গোয়েন্দা গল্পের গোয়েন্দা 'ব্যোমকেশ বক্সী'র স্রষ্টা কে? তাঁর কবে জন্ম?
৪. বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান কবে কোথায় নিহত হন? তাঁকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়?
৫. পাটনা স্টেশনে কবে আনন্দমার্গীরা জ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল? কে নিহত হন?
৬. কলকাতায় জাদুঘর (মিউজিয়াম) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৭. 'হিন্দু' পত্রিকা সাপ্তাহিক থেকে কবে দৈনিক হয়?
৮. ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বার্মা দেশ আলাদা রাষ্ট্র কবে হয়েছিল?
৯. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল?
১০. পশ্চিম দিনাজপুরকে দুটি জেলায় ভাগ করে কবে উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর হয়েছিল?
১১. 'রক্ত সঞ্চালন' পদ্ধতির অন্যতম উদ্ভাবক কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?
১২. ভারতে কে প্রথম কবে মহাকাশ যাত্রা করেন? কবে পৃথিবীতে ফিরে আসেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

২০১৭ : উন্নয়নের জন্য দীর্ঘস্থায়ী পর্যটন

ড. অরবিন্দ দাশ

দীর্ঘস্থায়ী পর্যটন

সারা পৃথিবীতে যতজন চাকরি করেন তার প্রতি ১১ জনে ১ জন পর্যটন শিল্পে কাজ করেন। পর্যটন শিল্পে পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘ ২০১৭ সালকে 'উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন' আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে—পৃথিবীর শান্তির লক্ষ্যে। বিশ্ব পর্যটন বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন, সেইসব অঞ্চলের মানবসমাজ, সেইসব সভ্যতার পুরনো ইতিহাস এবং তাদের সংস্কৃতি মানুষকে নিজ চোখে দেখার সুযোগ করে দেয়। সেইসঙ্গে পর্যটন আমাদের বিভিন্ন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে। রাষ্ট্রসংঘের মতে দীর্ঘমেয়াদি পর্যটনের মাধ্যমে কোনো দেশের সংস্কৃতিকে অটুট রেখে এবং বাস্তব ব্যবস্থার উপর কোনো প্রভাব না ফেলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভব। রাষ্ট্রসংঘ যে দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন বর্ষ হিসেবে ২০১৭ সালকে ঘোষণা করেছে তাতে পর্যটনক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়িত্বের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত তিনটি বিষয় আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব মনে করেন পর্যটন শিল্প সুপরিকল্পিত ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, দারিদ্র্যদূরীকরণ তথা কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে প্রসারিত করে। আমাদের মতো ভৌগোলিক ও জীববৈচিত্র্যে ভরপুর বিশাল উন্নয়নশীল দেশে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য 'এজেন্ডা ২০৩০'-এ পর্যটন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত লক্ষ্যগুলির মধ্যে লক্ষ্য সংখ্যা ৮, ১২ ও ১৪ পর্যটন সম্পর্কিত।

লক্ষ্য ৮ : সকলের জন্য উপযুক্ত কাজ, পূর্ণ ও সৃজনশীল কর্মসংস্থান, দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ইত্যাদি উন্নতিবর্ধন করা।

লক্ষ্য ১২ : সম্পর্কের টেকসই উপভোগ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ১৪ : প্রাকৃতিক সম্পদ, সেই সঙ্গে সমুদ্র, মহা সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্বার্থে সংরক্ষণ করা।

অনন্য দৃষ্টান্ত :

বৈচিত্র্যেভরা কর্ণাটক পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য—যা উন্নয়নের জন্য দীর্ঘস্থায়ী পর্যটনের উজ্জ্বল নিদর্শন। ম্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্ট থেকে ৩৪ কিমি উত্তর-পূর্বে মুডাবিদ্রি। ১৮টি জৈন বস্তি বা মন্দিরের জন্য বিখ্যাত মুডাবিদ্রি। যেতে যেতে পথে কারকালাতে দেখতে পাবেন ১৪৩২ সালে তৈরি ৪২ ফুট উঁচু মনোলিথিক মূর্তি—ভগবান বাহুবলী অর্থাৎ গোমতেশ্বরের। জৈন তীর্থরূপে এর প্রশস্তি, যেখানে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা উৎসবে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। আরো এগিয়ে চন্দ্রনাথ বস্তিতে ১৫ শতকের এক হাজার পিলারের জৈন মন্দির দর্শকদের কাছে

টানে। যাঁরা প্রাচীন ওষুধি গাছগাছড়া নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন, কিংবা আয়ুর্বেদশাস্ত্র চর্চা করেন তাঁদের একটা তথ্য দিই। দক্ষিণ কন্নড় জেলার পুট্টুর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে কোটিডির পাহাড়ে ষোড়শ শতকের ভেষজ উদ্যান, এইসঙ্গে ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করা গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ও মাঝামাঝি সময়কালে দেয়ি বৈদেতির কথা জানা যায়। তাঁর দুই ছেলে কোটি ও চান্নাইয়া। স্বামী মারা যাবার পর দুই ছেলে নিয়ে অসহায় হন দেয়ি। স্থানীয় জমিদার পেরুমাল বাল্লা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। বিনিময়ে দেয়ি আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পেরুমালের গ্যাংগ্রিন সারিয়ে

তোলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পেরুমাল দেয়িকে একটা পাহাড় দান করেন। এরপর দেয়ি ওই অঞ্চলে সৃষ্টি করেন এক ভেষজ উদ্যান—যা সেসময় অসংখ্য মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করেছে।

অন্যদিকে, কোটি ও চান্নাইয়া ধীরে ধীরে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তুলুভা আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়ান। পরবর্তীকালে তাঁরা লোককথার বীরপুরুষরূপে পূজিত হন। তাঁদের বীরগাথা এখনো লোকমুখে প্রচারিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দেয়ি বৈদেতির এই প্রাচীন ভেষজ উদ্যান কয়েক দশক আগে দাবানলে বিনষ্ট হয়ে যায়। সম্প্রতি তা আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি উদ্যোগে। সবার দৃঢ় বিশ্বাস দেয়ি বৈদেতির নামাঙ্কিত এই উদ্যান পুনরায় মানুষের কাছে অশেষ কল্যাণকর হবে। দীর্ঘস্থায়ী

পর্যটনের এই নিদর্শন সারা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

জীববৈচিত্র্যের অপরূপ সম্ভার সোয়ানদের খামারের অবস্থিতিও মুডাবিদ্রিতে। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচুর জল ব্যবহার করে কৃষিকাজ করা হতো। প্রধান শস্য নারকেল, সুপারি, কলা ও ধান। ১৯২৬ সালে এখানকার পাহাড়ি ও তৃণভূমি অঞ্চলে চেষ্টা করা হয় মৌসুমী বর্ষাকে কাজে লাগিয়ে ফসল ফলানোর। একাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন সুই-জার্মান মিশনারী সংস্থা—ব্যাসেল মিশন। তারা প্রথম এই অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় ছাপার ব্যবস্থা করে। এছাড়া রেভারেন্ড ফিশারের নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষিদ্রব্য কাজে লাগিয়ে কুটীর শিল্পও স্থাপিত হয় সেযুগে।

১৯২৮ সালে আলফ্রেড সোয়ান নামে একজন সদ্য পাশ করা জার্মান গ্র্যাজুয়েট এই কাজে এগিয়ে আসেন। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ছিল লাল কাকুরে, যার উপরে পাতলা মাটির স্তর এবং তা কৃষিকাজের অনকূল নয়। মি. সোয়ান এ-নিয়ে নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং নানারকম ফসল ফলাতে সক্ষম হন। তিনি এই অঞ্চলে প্রথম আনারস চাষের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানকার কাজ ব্যাহত হয় এবং জার্মানরা ব্রিটিশদের শত্রু হওয়ায় ব্যাসেল মিশনারীরা চলে যেতে বাধ্য হয়। স্থানীয় গির্জার উপর এই খামারের দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু তারা এই কৃষিযজ্ঞ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না। তখন সোয়ানরা এই খামারের হাল ধরেন।

দেশ স্বাধীন হলে এখানকার পরিস্থিতির উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। কেবল খামারের আয়তন ৪৬ একর থেকে বেড়ে ১০০ একর হয় না, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি এই খামারকে এক অনন্যপর্যায়ে উন্নীত করে। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও বাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন শস্য উৎপাদন ও তার বিপণন শুরু হয়। ফলের মধ্যে আনারস প্রধান হলেও আম, নারকেল, সুপারি, কাজুবাদাম, কোকো, কলা, চেরি, কফি, কাঁঠাল, আপেল, বৈঁচি ইত্যাদি ৩০ রকমের ফলের চাষ হয়। মশলার মধ্যে গোলমরিচ, দারুচিনি, জায়ফল, এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, সুগন্ধি ভ্যানিলা, অল স্পাইস এখানে সারা বছরই উৎপন্ন হয়। আছে অসংখ্য ধরনের বাঁশ, আছে তুঁত গাছ, চাষ হয় নানা ধরনের মিষ্টি আলু ও বেগুন।

এখন এই খামারটির দায়িত্বে আছেন আলফ্রেড সোয়ানের দুই ছেলে—যাঁদের একজনের উচ্চশিক্ষা আমেরিকায়, অন্যজন ফ্রুট টেকনোলজিস্ট হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছেন। তাঁরা উদ্যানপালন সংক্রান্ত উন্নয়নকে অতি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন শৌখিন গাছপালার নার্শারি বিভাগ ও ফল প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে। শস্য আবর্তন প্রক্রিয়াকে তাঁরা বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলেছেন—যা সারা দেশের কৃষকদের ও কৃষিনিয়ন্ত্রকদের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সেয়েনদের খামার এখন দেশি-বিদেশী পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। পৃথিবীর নানাদেশের অজস্র ফুল ও ফলের বাগান, ভেষজ উদ্যান, নান্দনিক দৃশ্যাবলী— সব মিলে পরম শান্তির, নিরিবিলি প্রকৃতির পাঠশালা। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য আছে পান্থশালা, আছে পিকনিক স্পট, আছে পক্ষী পর্যবেক্ষণের সুযোগ, আর আছে ১৭০ রকমের গাছপালা দেখার সুযোগ। এর মধ্যে দেশি গাছপালা যেমন আছে, তেমন আছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মকাদেমিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আহরণ করা বৃক্ষরাজি।

সোয়ানদের খামার আর একটি কারণে বিশেষ আকর্ষণীয়। পিরামিড এনার্জি, মেডিসিন হুইল, স্পাইরাল এনার্জি প্রক্রিয়ায় শক্তি প্রয়োগে ছোঁয়াচে

নয় এমন রোগ, এমনকি ক্যান্সারেরও উপশম। এই এনার্জি হিলিং প্রযুক্তি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন মিশর, আমেরিকা আর ইউরোপ থেকে। সোয়ানদের মতে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতিতে যখন আর কাজ হচ্ছে না তখন এনার্জি হিলিং অত্যাশ্চর্যভাবে ফলপ্রদ। 'উন্নয়নের জন্য দীর্ঘস্থায়ী পর্যটন'-এর এক অনন্য দৃষ্টান্ত মুডাবিদ্রি-র এই জীববৈচিত্র্য ভাণ্ডার।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

মাংস-রাজনীতি

অশ্বিনীকুমার

উত্তরপ্রদেশের মূল সমস্যা হল অবৈধ কসাইখানা। সেজন্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের হৈ-হুল্লোড় শেষ হওয়ার আগেই নতুন মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত অবৈধ কসাইখানা বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত উত্তরপ্রদেশ অবৈধ কসাইখানার অসাধু চক্রে পড়ে সমস্যার যাঁতাকলে পেষাই হচ্ছিল! মহান মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি ওই রাজ্যকে যাঁতাকল থেকে মুক্ত করার কাজে হাত দিচ্ছেন।

তাঁর অতি উৎসাহী অনুগামীরা সারা রাজ্যে রে রে করে নেমে পড়েছেন মাংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। বিদ্রোহের আগুন বৈধ-অবৈধের ফারাক বোঝে না। সে শুধু বোঝে—মাংস যেখানে, প্রতিবাদ সেখানে। এরকম অভূতপূর্ব বিদ্রোহ ইতিহাসে বিরল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে, বাজার-ভগবান আমিষ-নিরামিষ বোঝে না। সরকারের কোষাগারে যে লাভের কড়ি জমা পড়ে মাংসবিক্রেতাদের দৌলতে, তাতে মাংসের গন্ধ ধরা পড়ে না। সেই কড়ির গায়ে কোনো রক্তের দাগ লেগে থাকে না। তাই সরকার বাহাদুর অতি-উৎসাহীদের মুখে লাগাম পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বৈধ হোক, অবৈধ হোক, মাংস ব্যবসায়ীদের বড় অংশ এক বিশেষ সম্প্রদায়ের। ফলে রাজনৈতিক মেরুকরণের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার। কিন্তু সব জায়গাতেই বাজারের হাত। বাজার হল রাজার রাজা।

রাজভক্তরা এই বিরক্তিকর সত্যটি দেরিতে হলেও উপলব্ধি করেছেন। তাই তারা কিছুটা পিছিয়েছেন। বৈধ নয়, অবৈধ মাংসের কারবার বন্ধ করতে হবে। এই হল সরকারের কথা। অবশ্যই গলার স্বর অনেক খাদে। সরকারকেও যে বাজার নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, এই বিরক্তিকর সত্য মানতে কষ্ট হয় এইসব মাংস-বিরোধী বিদ্রোহীদের। কখনও রামের নামে, কখনও হনুমানের নামে চিৎকার জুড়ে ভোটের বৈতরণী পার হলেও, বাজারের জুলুম থেকে মুক্তি নেই।

যে রাজ্যে শিশুমৃত্যু এক জ্বলন্ত সমস্যা, মায়েদের মৃত্যুহার যেখানে উদ্বেগজনক, সেখানে অপুষ্টি, অশিক্ষা, নানা রোগ-জ্বালায় জর্জরিত রাজ্যের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ, যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির সমস্যা পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ, সে রাজ্যে মাংসের দোকান কীভাবে সব সমস্যাকে পেছনে ফেলে সামনে এল তা ভাববার বিষয়।

ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিরামিষাশী হতে পারেন, পশু-হত্যার মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ তার 'নরম মনের' পক্ষে পীড়াদায়ক হতে পারে, কিন্তু বাস্তব হল এই যে বহু মানুষ পুষ্টির জন্য পশুর মাংসের ওপর নির্ভরশীল। আবার বিদেশে মাংস বিক্রির বিষয়টি অর্থ সংগ্রহের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সব দেখেশুনে গলার স্বর নামাতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে, বেকারির সমস্যা কড়া নাড়ছে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে। সারা দেশে ছাত্র-যুবরা বেকারির চাপে অস্থির হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় কিছু মানুষের আয়ের পথ বন্ধ করে সরকারি আয়ের পথ বন্ধ করে কিছু তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ফায়দা উঠতে পারে, কিন্তু শেষে তা বুমেরাংও হতে পারে।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, জাতপাতের হিসাব, এইসব নিয়ে ছাত্র-যুবরা যদি হাজার দলে ভাগ হয়ে যায়, সরকারের তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যারা মসনদ দখল করেছেন তারা জানেন, ছাত্র-যুবরা যদি বেকারির বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়, মায়েরা যদি সব বিভেদ ভুলে শিশুমৃত্যু নিয়ে, মায়েদের মৃত্যু নিয়ে, শিশুদের স্বাস্থ্যের সমস্যা নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে সরব হয়, তাদের মধ্যে বিভেদরেখা ঘুচে যাবে। এইসব দুঁদে রাজনীতির খেলুড়েদের ভয় এইখানে। এইসব সমস্যা নিয়ে এককাট্টা হওয়ার ক্ষেত্র আছে দেশের সর্বত্র। সে জন্যই দৃষ্টি ঘোরাতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই মাংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ঋণে জর্জরিত কৃষক, অপুষ্টিতে ধুঁকতে থাকা মায়েরা যদি বলে বসে—ওসব বুঝি না, খাদ্য চাই, শিক্ষা চাই, বিবাদ চাইনা, তাহলেই মুশকিল। তখনই পুলিশ-মিলিটারি নামিয়ে বেয়াড়া চাহিদাগুলোর মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে সরকারের একটুও সময় লাগে না। এজন্যই অবৈধ মাংসের দোকানের নাম করে মাংসের ব্যবসার ওপর কোপ পড়ে সাম্প্রদায়িক হিসাব-নিকাশ করে। চোলাই মদের দোকানের বিরুদ্ধে নতুন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নিজেকে সাধুসন্ত হিসাবে তুলে ধরেন, কোনো কথা বলেন না। অথচ উত্তরপ্রদেশের বহু জায়গায় হাজার হাজার মানুষ চোলাই মদের খপ্পড়ে পড়ে ধ্বংস করছে নিজেদের। সরকার নয়, বাড়ির মহিলারা চোলাইয়ের ঠেক ভাঙে সর্বত্র। চোলাই মদের ব্যবসা বন্ধে মহিলাদের গণপ্রতিরোধ সরকারি উদ্যোগের চেয়ে অনেক বেশি সরব। গ্রামে গ্রামে লাঠি, ঝাঁটা হাতে মহিলারা দলে দলে এসে চোলাই মদের দোকান ভাঙছে এ দৃশ্য বিরল নয়। পুলিশ আসে ভাঁটিখানার মালিককে গণরোষের হাত থেকে বাঁচাতে।

এইরকম হাজার সমস্যা, যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে, জীবনযাপনের সঙ্গে, বাঁচা-মরার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেসব বাদ দিয়ে মাংস নিয়ে মাথাব্যথার পেছনে আসল কারণ ভোটের শক্তিকে সংহত করা, পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে। মাংস খাওয়া না খাওয়া যেখানে পুষ্টি, খাদ্যাভ্যাসের মতো বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেখানে দায়িত্ববান সরকারের কথা বলতে যাওয়ার আগে পাঁচবার ভাবতে হবে। বহু মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে তা যখন জড়িত, তখন বিষয়টি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। অবৈধ মাংসের দোকান শুধু নয়, যে-কোনো ধরনের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে মন্ত্রীরা সরব হলে ব্যাপারটা রাজনৈতিক রঙ পেত না। কিন্তু সব ধরনের অবৈধ ব্যবসার মধ্যে শুধু মাংসের দোকান সরকারি কোপে পড়লে প্রশ্ন উঠবেই।

এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় এই নতুন মন্ত্রিসভার নেই। মাংস-রাজনীতির নতুন ক্ষেত্রটি এনাদের চোখে ভোট জোগাড়ের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং চুলোয় যাক পুষ্টির প্রশ্ন, খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্ন, মানুষের খাদ্য নির্বাচনের স্বাভাবিক অধিকারের প্রশ্ন। এইসব অদ্ভুত সরকারি ফতোয়ার বিরুদ্ধে চোলাই-মদের ঠেক ভাঙা লাঠি, ঝাঁটা হাতে মহিলারাই সাধারণ মানুষের 'মন কি বাত'। সাধারণ মানুষের 'মন কি বাত' যারা শুনতে পান, তাদের দায়িত্ব সরকারের কানে মানুষের মনের কথা সরবে পৌঁছে দেওয়া। কারণ, এই রকম সরকার সাধারণত সাধারণ মানুষের 'মন কি বাত' ভালো শুনতে পান না। এক্ষেত্রে তাঁরা বধির।

সাপ : একটি দরকারি আলোচনা

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩১ মার্চ ২০১৭ প্রায় সমস্ত দৈনিক কাগজে দুটি সংবাদ গুরুত্ব দিয়েই পরিবেশিত হয়েছে—

সংবাদ-১ স্থান : গইগার গ্রাম। কর্ণাটক। অজ্ঞাত কারণে লোকালয়ে ঢুকেছিল বিষাক্ত শঙ্খচূড় সাপ। একজন উৎসাহী বনকর্মী সাপের মুখে জল ছুঁড়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। বোঝা যায় খরাপ্রবণ ওই অঞ্চলে সাপটি জলের খোঁজেই এসেছিল। বনকর্মীর উপস্থিত বুদ্ধিতে সাপটি বোতল থেকে জল পান করে। সোশাল মিডিয়ার দৌলতে ঘটনাটি নিমেষে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

সংবাদ-২ স্থান : সুলাওয়েসি দ্বীপ। ইন্দোনেশিয়া। স্থানীয় এক নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে পাশের জঙ্গলে সন্ধান চালাতে গিয়ে অস্বাভাবিক রকমের পেটফোলা একটি ময়াল সাপের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে সাপটির পেট চিরে নিখোঁজ যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সংবাদও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

দুটি ঘটনায় একটি সাধারণ বিষয়, যা বারংবার পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন তা হল নির্বিচারে জঙ্গল নষ্ট করার ফলে বাস্তুহীন প্রাণীকুল লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যে লোকালয়ে হাতির অনুপ্রবেশ নিত্যদিনের ঘটনা। এই বিষয়টি আলোচনার বাইরে রেখে আমরা আজ সাপ ও তাকে ঘিরে সংশয়, সন্দেহ, সর্বোপরি সাপের কামড়ের প্রতিকার বিষয়ে দু-একটি কথা বলবো।

আসলে খালি হাতে একজন বলবান মানুষও সাপের সামনে যতটা অসহায়, বোধ হয় অন্য কোনো প্রাণীর সামনে ততটা নয়। এই অসহায়তাই ভয়ের মূল কারণ। তাছাড়া মানুষের বসবাসের এলাকায় থাকা আর কোনো প্রাণী এমন ভয়াবহ মৃত্যুদূত হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই সাপকে ঘিরে এত কুসংস্কার, আতঙ্ক আর অজ্ঞতা। সাপকে খলনায়ক বানিয়ে অজস্র সিনেমা, গল্প, কথকতা। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্যে অস্থির উপস্থিতি। আড়ালে চলে গেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে প্রতি একশো সর্পাঘাতের মধ্যে আশিটি আঘাতই নির্বিষ। আবার বিষধর সাপে কামড়ালেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া প্রাণঘাতী নয়। একটা বিষয় ঠিকই যে সর্পাঘাতের ঘটনা প্রধানত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দূরে গ্রামীণ জনপদে ঘটায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অ্যান্টিভেনম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে অনেকটা সময় চলে যায়। আজ থেকে বছর কুড়ি আগে বিজ্ঞানী অমিয় কুমার হাটি সাপ নিয়ে চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান ও হুগলি জেলায় গবেষণা ও সমীক্ষার কাজ চালিয়েছিলেন। সেই তথ্য হতে জানা যায় সর্পাঘাতের ৮৩ শতাংশ নির্বিষ সাপের কামড়, আবার শতকরা ছিয়াত্তর জন আক্রান্ত ব্যক্তি ওঝার শরণাপন্ন হয়েছেন। শতকরা ছাপান্ন জন আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো যায়নি। ২০১১ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত সর্পবিদ রমুলা হুইটেকারের গবেষণা হতে জানা যায় ভারতে বছরে প্রায় ৪৬০০০ মানুষ সাপের কামড়ে প্রাণ হারান। একটা মশারি ব্যবহার করা এখনো বহু মানুষের কাছে বিলাসিতা। সামান্য ছেঁড়া কাঁথা সম্বল করে বহু মানুষ এখনো মাঠে ঘাটে প্রান্তরে গভীর ঘুমে বিশ্রাম নেন। বেচারা জানতেই পারেন না রাতের আঁধারে কখন কালাচ সাপ একটু তাপের প্রয়োজনে সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০০০ প্রজাতির সাপ আছে যার ২০ শতাংশ বিষধর। সামুদ্রিক সমস্ত সাপই বিষধর। ভারতে ২৩৬ প্রজাতির সাপ আছে। এর মধ্যে ১৩টি প্রজাতি বিষধর। সাপের কামড়ে মৃত্যু ভারতে সর্বাধিক। ভারতের যে রাজ্যগুলিতে সাপে কামড়ানোর ঘটনা বেশি ঘটে সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রবেশ, উত্তরপ্রদেশে, বিহার, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কেরালা। আমাদের দেশে যে সাপগুলি বিষধর হিসেবে চিহ্নিত সেগুলি হল কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, ফুরসা। এছাড়া ক্ষীণবিষযুক্ত সাপ লাউডগা, কালনাগিনী মানুষ বা অন্য বড় প্রাণীর ক্ষতি না করলেও ছোট প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে। হেলে, দাঁড়াশ, পুঁয়ে, জলঢোঁড়া ইত্যাদি পরিচিত সাপের বিষ নেই। বাংলায় গ্রাম গঞ্জে প্রচলিত কথা 'শনি মঙ্গল বারে হেলে কামড়ালে সর্বনাশ' বা 'পুঁয়ে ডিঙ্গোলে পুঁয়ে রোগ'। সত্যি কথা হল হেলে বা পুঁয়ে সাপ নিতান্ত নির্বিষ সাপ। সাপের জগতে পুঁয়ে সবচেয়ে ক্ষীণকায়, কেঁচোর মতো। এছাড়া বিষহীন সাপের তালিকায় রয়েছে অতিকায় অজগর, ময়াল ও অ্যানাকোণ্ডা। এরা বড় প্রাণী শিকার করে কিন্তু বিষহীন। বাকি রইল সামুদ্রিক সাপ, যা কিনা সবই বিষধর। তবে আমাদের আলোচনায় শুধুমাত্র লোকালয়ের আশেপাশে থাকা সাপের মধ্যেই সীমায়িত রাখছি।

সাপকে ঘিরে কুসংস্কারের সবথেকে আলোচিত বিষয়টি হল সাপের মণি। বাজারে নকল ডিম যখন পাওয়া যায় তখন সুদৃশ্য কাচের টুকরো সাপের মণি হিসেবে বিক্রি হতে বাধা কোথায়? কয়েক বছর আগে মুম্বাইয়ে স্ট্রিং অপারেশন চালিয়ে এরকম মণি বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীদের পুলিশ ধরপাকড় করে। সাপুড়েরা এক জাতীয় বিষ পাথর বিক্রি করে যার বিষ শোষণ করার ক্ষমতা আছে বলে তারা দাবি করে। এক-দুশো টাকা দিলে জ্যান্ত কেউটের মাথা, আপনার চোখের সামনেই অপারেশন করে দুটো ছোট্ট কালো পাথরের মতো বস্তু আপনার হাতে ধরিয়ে দেবে। এমনকি দেবার আগে নিজের শরীর হতে খানিকটা তাজা রক্ত কিভাবে এই পাথরের টুকরো দুটি শোষণ করতে পারে তাও দেখিয়ে দেবে। আসলে বিষধর সাপের বিষগ্রন্থির উপরে এমন দুটি শক্ত সাড় থাকে যা সহজে কেটে আলাদা করা যায়। এই সছিদ্র হাড়টি খানিকটা তরল শোষণ করতে পারে। সাপুড়েরা সাপকে দুধ খাওয়ানো দেখিয়ে হাততালি কুড়োয়। সত্যি কথা বলতে কি এখানেও সেই কারসাজি। কয়েকদিন জল না খাইয়ে সাপকে তৃষ্ণার্ত রাখা হয়। এর পরে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলে খুব স্বাভাবিক কারণেই সাপ জলের বদলে দুধ গ্রহণ করে। মনে রাখতে হবে দুধ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের খাবার। সাপের জীবনচক্রে কোনোভাবেই দুধের কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যান্য প্রাণীর মতো সাপেরও জলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু জোর করে সাপকে দুধ খাওয়ালে সাপের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সাপ কি পোষ মানে? এবিষয়েও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানী লালজী সিং-এর গবেষণাগারে সাপেদের রীতিমতো পরিচর্যা করা হতো এবং বিষাক্ত সাপেরা নিশ্চিন্তে সেই পরিচর্যা গ্রহণ করত। বিশিষ্ট সর্পবিদ রমুলা হুইটেকার দীর্ঘদিন সাপ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের সাপুড়ে সম্প্রদায় 'ইরুলা'-দের সঙ্গে মিশেছেন ও জানিয়েছেন যে এইসব আদিম ব্যবস্থার মধ্যেও বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়ে আছে। সত্যিইতো আমাদের বর্ধমান জেলার পোষলা, ছোট পোষলা, মসারু প্রভৃতি গ্রামের সাধারণ মানুষ সাপ নিয়েই ঘরদোর সামলান। সাপ থাকে সাপের মতো, মানুষ কোনোভাবেই তাদের বিরক্ত করে না। সাপও মানুষকে এড়িয়ে চলে। অবশ্য এর সঙ্গে ঝঙ্কেশ্বরী দেবী মাহাত্ম্যও লুকিয়ে আছে। স্থানীয় মানুষের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইউরোপ, আমেরিকায় সাপ পোষা সাধারণ ঘটনা, দাম এমন কিছু বেশি না। কুড়ি ডলার থেকে শুরু করে চার-পাঁচশো ডলারে অ্যানাকোণ্ডা সাপ যে কেউ সংগ্রহ করতে পারেন।

তাই বলে সাপ কুকুর-বিড়ালের মতো পোষ মানে এমন নয়। সাপের মস্তিষ্ক ঠিক ততখানি উন্নত নয়। আর সেই কারনেই সাপের মনে রাখার ক্ষমতাও নেই, নেই কোনো প্রতিশোধস্পৃহা। সিনেমায় যেমন দেখানো হয় সাপ ভীষণ ক্রুর স্বভাবের, শত্রুকে চিনে রাখে, তা একেবারেই অসম্ভব। বরং সাপ ভীরু প্রকৃতির। মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। ভয় পেলে ফোঁস করে, কামড়ায়। সাপের কামড়ে একমাত্র চিকিৎসা অবিলম্বে নিকটতম হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা। আক্রান্ত অঙ্গের কাছে শত বাঁধন দেওয়ার কথা আগে বলা হতো। এখন কোনো অবস্থাতেই বাঁধন দেওয়া উচিত নয়, বরং আক্রান্ত স্থানটি যথাসম্ভব স্থির রেখে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা যে আধুনিক চিকিৎসায় সাপে কামড়ানো ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন। আক্রান্ত অংশে কোনো রকম ওষুধ বা রাসায়নিক দেওয়া অথবা গরম/ঠাণ্ডা জল দেওয়া এবং রোগীকে কোনো কিছু খাওয়ানো উচিত নয়। বরং সাবধানে হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসককে সমগ্র ঘটনা খুলে বলা একমাত্র কাজ।

শীত শেষ হয়েছে। গরম পড়তেই শীতঘুম ভেঙে সাপ বেরিয়ে আসছে। কালাচ সাপ বাদে অন্যান্য বিষধর সাপ যেমন কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, রাজসাপ প্রধানত ভোরে অথবা সন্ধ্যায় খাবারের খোঁজে বেরোয়। মেঠো রাস্তা, ঝোপঝাড়, বাঁশবন বা শুকনো পাতার আড়ালে এরা শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। একমাত্র কালাচ সাপ গভীর রাতে চলাফেরা করে। রাজসাপ কালাজ সাপ খেয়ে ফেলে, তাই কালাচের বিচরণের সময় আলাদা। এই কারনেই রাতে চলাফেরার সময় সঙ্গে আলো রাখা উচিত। খালি পায়ে চলাফেরা করা উচিত নয়। রাতে খাট/খাটুলি/চৌকিতে শোয়া উচিত। কালাচ সাপ রাতে কামড়ায়। অবশ্যই ভালো করে মশারি টাঙানো উচিত। হঠাৎ সাপ দেখলে ঠাণ্ডা মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়ালে সাপের কামড় এড়ানো যায়। সাপের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। পরিত্যক্ত বাড়ি, ইটের পাঁজা, ঝোপ জঙ্গল, বাঁশঝাড়, আগাছা ভর্তি বাগান, বাড়ির আশে পাসে ইঁদুরের গর্ত সাপের থাকার সম্ভাব্য জায়গা। এসব স্থানে কাজের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কার্বলিক অ্যাসিড / ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ সাপ সহ্য করতে পারে না। প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। তবে এর ব্যবহারে সাময়িক সুবিধা পাওয়া যায়। শোয়ার ঘরের লাগোয়া হাঁস-মুরগির ঘর রাখা উচিত নয়। হাঁস-মুরগির ছানা খেতে অনেক সময় সাপ এখানে আশ্রয় নেয়। বর্ষাকালে সাপ শুকনো উঁচু জায়গা খোঁজে। গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষ রান্নার প্রয়োজনে গাছের ডালপালা, ঘুঁটে/কয়লা, কাঠকুটো বিচুলির গাদা শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করেন। এসব স্থানে সাপ বেশি দেখা যায়। সাপের চলাফেরা ও আচরণ অন্য প্রাণী থেকে সাপকে আলাদা করেছে। সাপের বিষ, এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি ওষুধ তৈরি হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই অন্যান্য প্রাণীর মতো সাপ সম্পর্কেও আমাদের সচেতনতা দরকার।

কুমড়ো চাষ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ এপ্রিল : কালনার কৃষকরা রত্ন খুঁজে পেয়েছে কুমড়ো চাষের মধ্য দিয়ে। ধান, আলুর লোকসানের ধাক্কা অনেকটাই সামাল দিচ্ছে কুমড়ো চাষ। তাই বছর বছর কুমড়ো চাষের এলাকা বাড়ছে।

কালানা মহকুমার পাঁচ ব্লকে আলু চাষ হয় ১৪ হাজার ২১০ হেক্টর জমিতে। কালনা-১এ ৪ হাজার ৮০০ হেক্টর, কালনা-২ এ ৬ হাজার ১০০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-১ এ এক হাজার ২০০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-২ এক হাজার ২৫০ হেক্টর এবং মন্তেশ্বর ব্লকে ৮৫০ হেক্টর। এই জমিগুলিতে চিরাচরিত ভাবে আলু আর ধান চাষই হতো। তারপর আলু আর ধানের মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে তিল চাষ শুরু হয়। তিল কাটার সময় বর্ষা নেমে যাওয়ায় এই চাষে ক্ষতি হতে শুরু করে। তিল চাষ জনপ্রিয়তা হারায়। তখনি কেউ কেউ কুমড়ো চাষ আরম্ভ করে। সফলতা আসে কুমড়োতে। গত বছরও কৃষকরা খরচ বাদ দিয়ে এক বিঘা জমিতে লাভ করে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। কোনো ঝামেলা বা হয়রানি নেই। গত বছরের এই অভাবনীয় লাভ দেখে এবছর কালনার বহু কৃষকই কুমড়ো চাষে নেমে পড়েছে। ঘনশ্যামপুর, পারুলিয়া, পশ্চিম শাহপুর, খোদরাবিটরা, শিমুলগড়িয়া প্রভৃতি গ্রামগুলোর মাঠ এখন সবুজ হয়ে আছে।

এই এলাকার কৃষক লাল্টু সেখ, রাজিবুল মণ্ডল, রকিবুল মোল্লারা বছর তিনেক ধরে কুমড়ো চাষ করে আসছে। যাদের আবার কারও কারও নিজস্ব জমিও নেই। ঠিকা জমি নিয়ে কুমড়ো ফলিয়ে লাভ করে। এই কৃষকরা জানান, কোনো হয়রানি বা ঝুঁকি নেই এই চাষে। জমিতেই কুমড়ো বিক্রি হয়ে যায়। মেমারি, জামালপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে পাইকরারা আসে এখানে। তারা জমি থেকে নিজেরাই কুমড়ো তুলে ট্রাক্টর ভর্তি করে নিয়ে চলে যায়। এই চাষে কোনো ঝামেলা নেই। আলুর দু-একটা সেচ বাকি থাকতে শুধু কুমড়োর দানা বসিয়ে দিলেই হলো। তারপর আলু তুলে নেওয়ার পর কয়েকটা সেচ। সারের কোনো দরকার নেই। এখন কালনার কৃষকের কাছে কুমড়ো অর্থকরী ফসল হয়ে উঠেছে।

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে প্লাস্টিক ডিম কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ মার্চ : অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে প্রসূতি ও শিশুখাদ্যে ৩০ মার্চ প্লাস্টিক ডিমের সন্ধান মিললো। এরকমই দাবি কালনা-১ ব্লকের নন্দগ্রাম ওঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র এলাকার মানুষজনের। ঘটনাটিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন কালনা মহকুমা শাসক। তিনি সংশ্লিষ্ট মেডিকেল অফিসারকে ডিমের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দেন। এদিন সকালে নন্দগ্রাম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রসূতি ও শিশুদের খাবার বিলি করা হয়। সেই খাবারের ডিমের রজতশুভ্র কুসুম দেখে সকলের প্লাস্টিকের ডিম বলে সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা কালনা-১ বিডিও, সিডিপিও ও কালনা মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া কালবিলম্ব না করে দ্রুত ব্লক মেডিকেল অফিসারকে ডিমের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দেন। মহকুমা শাসক বলেন, প্রাথমিকভাবে দেখে আমার মনে হয়েছিল ডিমগুলো নিম্নমানের হলেও তা প্লাস্টিকের ডিম নয়। তবে দেখা যাক নমুনা পরীক্ষার পর কি পাওয়া যায়।

আদালতের নতুন ভবন কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ মার্চ : এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজ কালনা অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত ভবনের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি কুসুমিকা দে মিত্র, বিচারপতি ডালিয়া ভট্টাচার্য, বিচারপতি তপন মণ্ডল সহ কালনা আদালতের আইনজীবীরা। সরকারি আইনজীবী পার্থসারথী কর জানান, পুরাতন আদালত কক্ষে খুবই অসুবিধার মধ্যে দিয়ে বিচারের কাজ চলছিল। আজ নতুন ভবনে বিচার কাজ স্থানান্তরের কারণে সকলেরই সুবিধা হল।

কবি মন্দাক্রান্ত সেনকে অশ্লীল মন্তব্যে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ এপ্রিল : বিশিষ্ট কবি মন্দাক্রান্ত সেন-কে কুরুচিকর ও অশ্লীল মন্তব্য করার প্রতিবাদে সামিল হলেন বর্ধমানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। বিকাল ৫টায় কার্জনগেটে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন আবুল হাসান, সোমা মুখার্জী। গান ও কবিতায় অংশ নেন পূজন সেনগুপ্ত, অরুণ মজুমদার, রীতা বসুধর প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিকাশ বিশ্বাস।

আহত ১৬ আদিবাসী

—প্রথম পাতার পর

বুলবুলিতলা ফাঁড়িতে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ জানান। গ্রামবাসীরাও পাল্টা দলবদ্ধভাবে ফাঁড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ও স্বপন মুর্মুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ স্বপন মুর্মুর দলবল পরিকল্পিতভাবে এদিন সকালে গ্রামবাসীদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালালে ১৫/১৬ জন গ্রামবাসী আহত হয়। আহতদের মধ্যে পঞ্চায়েত সদস্যের মা লক্ষ্মী হেমব্রমও আছেন। প্রথমে তাদের মধুপুর পরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা আইজুল মণ্ডল জানান—আমার সামনে পরিকল্পিতভাবে গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। কাঁকুরিয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি চঞ্চল সিংহরায়ের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা খোকন সেখও বলেন, গ্রামবাসীদের অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে। চঞ্চল সিংহরায়ের অনুগামী সিদু মুর্মু পাল্টা ৮ জনকে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করে বলেন, ওরাই আমাদের মেরেছে। ওই ক্লাবে আমরাতো মাত্র ১৫টি পরিবার আর ওরা ৪৫টি পরিবার। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চের কালনা জোনাল কমিটির সম্পাদক কাঁদন হেমরম এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—ওরা আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির প্রবেশ ঘটিয়ে তাদের বিপাকে ফেলতে চাইছে। আদিবাসী সমাজ তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

সাইকেল মিছিল কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ এপ্রিল : গোঘাটে সিপিআই(এম) নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের উপর তৃণমূলী হামলার প্রতিবাদে গর্জে উঠল কালনা। এই গর্জন বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পদযাত্রার বদলে সাইকেল মিছিল করে প্রতিবাদী মানুষ। সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে সাইকেল মিছিল শুরু হয় মালতিপুর মোড় থেকে। ধাত্রীগ্রাম, নিরোলগাছী, কেষ্টপুর, সারগরিয়া, বৃদ্ধপাড়া প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমার পর মধুপুর বাজারে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন আলিম সেখ, সুশীল সিংহ, খগেন রায়, মধু সিংহরায়, নির্মল সিংহরায় প্রমুখ।

সাংবাদিক হেনস্থার প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি বর্ধমান শহরে ট্রাফিক আইন বলবত করার প্রশাসনিক তৎপরতায় সাধারণ মানুষের সাথে হয়রানির মধ্যে পড়েছেন সাংবাদিক আমিনুর রহমান। এজন্য ৩১ মার্চ সাংবাদিকরা যৌথভাবে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দেয়। উভয়েই জানান যাতে হয়রানির মুখে আর না পড়তে হয় তা তাঁরা দেখবেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮৭১ সালের ২৮ মার্চ। ২. ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ফাঁসি ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল। ৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯৯ সালের ৩০ মার্চ। ৪. ১৬০৭ সালের ৩১ মার্চ, বর্ধমানে। পীরবাহারাম চত্বরে। ৫. ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ, আলি ইমাম নিহত হন। ৬. ১৮৭৮ সালের ১ এপ্রিল। ৭. ১৮৮৯ সালের ১ এপ্রিল। ৮. ১৯৯৭ সালের ১ এপ্রিল। ৯. ১৯৪২ সালের ১ এপ্রিল। ১০. ১৯৯২ সালের ১ এপ্রিল। ১১. ডাঃ উইলিয়াম হার্বে, ১৫৭৮ সালের ২ এপ্রিল। ১২. স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা, ১৮৮৪ সালের ৩ এপ্রিল, ফেরেন ১৯৮৪ সালের ১১ এপ্রিল।

শিল্প-কৃষি ও দেশ বাঁচানোর আহ্বানে

—প্রথম পাতার পর

প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। ৩১ মার্চ মেমারি চকদিঘি মোড়ে অনুরূপ সমাবেশ হয়। শিল্প বাঁচাও, কৃষি বাঁচাও, দেশ-বাঁচাও-এর আহ্বানে ৬ এপ্রিল সমাবেশকে সফল করতে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিন্টু ভট্টাচার্য, প্রশান্ত কুমার ও অভিজিৎ কোঙার। ৩১ মার্চ পূর্বস্থলীর পীলা এলাকায় সমাবেশ হয়। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রী অঞ্জু কর। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিন কাশেম সেখ, রহমান সেখ প্রমুখ। কুসুমগ্রামে সমাবেশ হয়েছে। সমাবেশ হয়েছে মন্তেশ্বরের ভাগড়া বাজারে। ভাগড়া বাজারের সভায় বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জী, কুচুট রাজবাড়ির সভায় বক্তব্য রাখেন আভাস রায়চৌধুরী। এদিনই সাতগেছিয়া বাজারের সভায় বক্তব্য রাখেন উদয় সরকার। সাতগেছিয়া বাজারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জুলাস মণ্ডল, অশেষ কোঙার, সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রধান বক্তব্য ছিলেন উদয় সরকার। সমাবেশগুলি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শহর থেকে শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া তুলেছে, রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও কৃষি বাঁচানোর ডাকে। ৬ এপ্রিল এর প্রতিফলন ঘটবে বর্ধমান শহরের বুকে বৃহত্তম সমাবেশে।

দাবিতে নাগরিক কনভেনশন

—প্রথম পাতার পর

অসীম সাহা।

অন্যদিকে, সুখবিলাস বর্মার নেতৃত্বে ৪ সদস্যের বিধানসভার পাওয়ার অ্যান্ড নন-কনভেনশনাল এনার্জি রিসোর্স স্ট্যান্ডিং কমিটি রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা ডিপিএল পরিদর্শন করে ২৮-২৯ মার্চ। ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়ালও। ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে। ডিপিএল-এর কোকওভেন ইউনিট গত ২০১৫ সালের জুলাই মাস থেকে বন্ধ। ১, ২ ও ৩ নং ইউনিট চিরতরের জন্য বন্ধ। ৩, ৪ ও ৫ নং ইউনিটও একই অবস্থা। চালু ৭ ও ৮ নং ইউনিট বেশিরভাগ সময়ে পালা করে চলে। ডিপিএল-এর সি.আই.টি.ইউ, আই.এন.টি.ইু.সি ও আই.এন.টি.টি.ইউ.সি. এবং অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দল আলাদা আলাদা ভাবে স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে দেখা করে অবিলম্বে ডিপিএল বাঁচাতে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির অন্যতম সদস্য ও বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ও অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ডিপিএল বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

শক্তিগড় সংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ এপ্রিল : নবম বর্ষ শক্তিগড় সংস্কৃতি উৎসব শুরু হল, চলবে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত স্থানীয় যুবগোষ্ঠী ফুটবল মাঠ ও সফদার হাসমী মঞ্চে। উৎসবের উদ্বোধন করেন কবি তৈমুর খান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক সোমনাথ চক্রবর্তী, ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রাক্তন বিচারক কাজী মহঃ রফিক। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাশীনাথ ভট্টাচার্য, অরিন্দম ঘোষ, সুব্রত গণপতি, বীরেন পাত্র প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন উৎসব কমিটির সভাপতি আবু মণিরুদ্দিন চৌধুরী

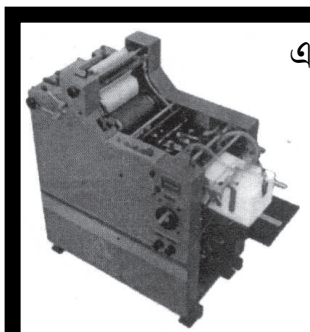
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
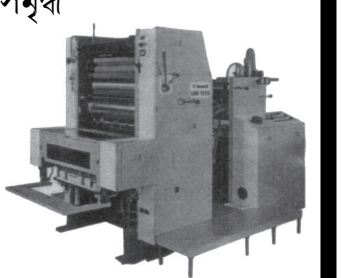
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা